



সংবাদ

কিত্রি

হিমাদ্রি এবং
বিশিষ্টজনের চোখ...

৭

ছোটদের পাতা

গল্পদাদুর আখড়া... ৬

দৈনিক সংবাদ, আগরতলা, রবিবার, ১৮ এপ্রিল, ২০১০ পাঁচ

ঐ যে আকাশের গায়
দূরের বলাকা ভেসে যায়...

দূর আকাশের গায়ে উড়ে যাওয়া পাখি নানা ভাবে আমাদের মোহিত করে ছেলেবেলা থেকেই। পাখি দেখে উড়ার ইচ্ছা জাগে। এমন কাণ্ডকে খুঁজে পাওয়া বোধকরি অসম্ভব ব্যাপার। পাখিদের উড়া, তাদের রঙের বাহার, সর্বোপরি তাদের সুমধুর ডাক যুগে যুগে মানব জাতিতে বিমোহিত করে চলেছে। আজকাল মিডিয়া-বুমের যুগে নানা দেশের নানা প্রজাতির পাখির ছবি আমরা দেখতে পাই নানা পত্র-পত্রিকায়, টিভির নানা চ্যানেলে। মাকারো পাখির রঙের বাহার বা দূরত্ব উপলব্ধি জীবন বৃত্তান্ত বিভিন্ন সাময়িকী বা ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক বৌলতে আজ আমাদের অনেকেই জানা। নানা দেশের জনা-অজানা পাখির ছবি এখন আমরা দেখি, আমাদেরও ইচ্ছে হয় সেরকম ছবি তোলায় অন্য। তারপর কিছুদিন চেষ্টা চরিত্র করে, দূর-ছবি বলে হতাশ হয়ে সেই ইচ্ছেটাকে জলাঞ্জলি দিয়ে ভাবতে থাকি 'আমাদের এখনো সুন্দর পাখিই নেই'।

ডিজিটাল ফোটোগ্রাফি অনেক সহজ করে দিয়েছে ছবি তোলাকে। ফলে আজকাল প্রায় সকল অনুষ্ঠানে ক্যামেরার ক্লিক আর ফ্ল্যাশ-এর কলকানি আমরা দেখি। ওদিকে মোবাইল ফোনে ক্যামেরার সুবিধা পাওয়া যায় বলে ছবি তোলায় হিড়িক দেখা যায় যত্রতত্র। এই প্রসঙ্গে এবারের বই মেলায় একটা গল্প বলি - এক বৃক স্টলে একটা বেশ বড় প্যাঁচা চুকে পড়ছে একদিন, খুব স্বাভাবিক ভাবেই লোকজন ভিড় জমিয়েছে। ঐ স্টলে। তারপর যে যে ভাবে পেতেন সেই প্যাঁচার ছবি উঠিয়ে নিয়েছেন আপন আপন মোবাইল ফোন নিয়ে। বেশির ভাগ খুব নিপনজনক ভাবে ঐ প্যাঁচার কাছাকাছি হাত নিয়ে যচ্ছিলেন। তাতে করে যেমন প্যাঁচটার আক্রমণের শিকার হতে পারতেন যে কোনো লোক তেমনি প্যাঁচটাকে বিরক্ত করা হচ্ছে কিনা তাও খেয়াল করছিলেন না কেউ। যাক সে কথা, বলছিলাম পাখির ছবির কথা, আমরা আমাদের মোবাইল ফোনেই হোক বা পারিবারিক ছুটি কটিনোর ক্যামেরাটা



প্রধানত ম্যাক্রো-ফোটোগ্রাফি (নানা কীট পতঙ্গ, ছোট ছোট ফুল এইসবের ছবি) করতে করতেই প্রকৃতির কাছাকাছি আসতে শুরু করি... ধীরে ধীরে চেষ্টা করতে শুরু করলাম পাখির ছবি তুলতে। আমি পাখির ছবি তুলতে গিয়ে মূলত ব্যবহার করি ক্যানন-এর ৮ মেগাপিক্সলের একটি ডিজিটাল এস.এল.আর ক্যামেরা...

বিয়েই হোক, হঠাৎ করে একদিন পাখির ছবি তুলতে থাকলে হতাশা ছাড়া যে আর কিছু পাওয়া যাবে না। তাহলে কি করা। আমাদের প্রথমেই বুঝতে হবে মোটামুটি গ্রহণযোগ্য পাখির ছবি তুলতে গেলে কোনও সাধারণ ক্যামেরা দিয়ে তা তোলা প্রায় অসম্ভব। কারণ কোনো পাখিই কোনো মানুষকে সামনে যেতে দেখলে চুপ করে বসে থাকবে না। সেটি উড়ে পালিয়ে। যদি না আমরা তাকে খাঁচা বন্দি করে রাখি বা সেটি উড়ে পালানোর ক্ষমতা হারিয়ে থাকে। পাখির ছবি যারা সিরিয়াসলি তুলতে চান তাদের প্রথম তিনটি প্রয়োজনীয়তা হলো ধৈর্য, ধৈর্য আর ধৈর্য। এই দুনিয়াতে এলাম, দেখলাম আর জয় করলাম জাতীয় কোনো ব্যাপার স্যাপার নেই। এমন অনেক মিই আসবে যে দিনগুলোতে সরাসরি বসে থেকেও একটা ট্রিকটাক ছবি তোলা যাবে না। সেই দিনগুলোতে কোন মতেই হতাশ হওয়া চলবে না। কারণ শুধু ধৈর্যই নয়, একটা ভাগ্য সহায় না হলে কিছু হয় না। সব ট্রিকটাক থাকা সত্ত্বেও দেখা যায় কোন কোন দিন একটাও ভাল ছবি হোলো না। দ্বিতীয়ত, ন্যাচার ফোটোগ্রাফির অন্যতম বিষয়গুলোর মতোই ছবি তোলায় অন্য কোনোভাবেই প্রকৃতিকে (এক্ষেত্রে কোনো পাখিকে) নিম্নমূর্ত্য বিরক্ত করা বা ভয় পাওয়ানো চলবে না। আমাদের সুবিধা বা শখের জন্য পাখিদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বাহাত করার কোন অধিকারই আমাদের নেই। তৃতীয়ত, যে পাখির ছবি তুলব বলে ঠিক করবো তাদের জীবন চক্র, আচরণ-ব্যবহার সম্বন্ধে যত বেশি সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। কারণ যদি জানা থাকে কোনো পাখি ঐকফল খেতে ভালবাসে তবে ঐ

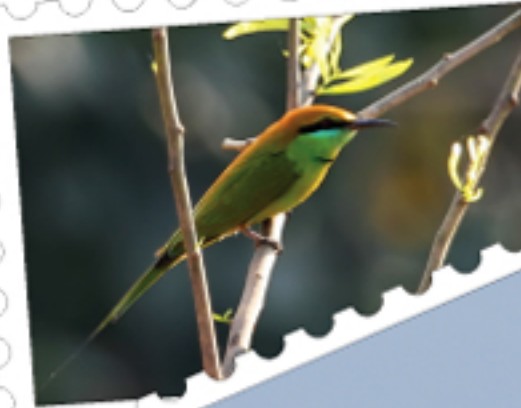
আলোক চিত্রীর চোখে



গাছের আশেপাশে ক্যামেরা নিয়ে ছবি তোলায় চেষ্টা করা যাবে। পাখি সম্বন্ধে তথ্য একমুখিক যেমন বইপত্র বা ইন্টারনেট থেকে সংগ্রহ করা যাবে তেমনি সঠিক পর্ববেক্ষণ যারাও নিজে নিজেই নানা তথ্য সংগ্রহ করতে পারেন। চতুর্থত, ভাল ছবি দেখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। পূর্ববর্তীরা কি কি ধরনের ছবি তুলেছেন তা ভালভাবে খতিয়ে দেখলে একটা বোধ তৈরি হয়। যেটা না থাকলে কোনো মতেই ভাল ছবি তোলা সম্ভব হয় না। এখানে একটা জরুরি কথা হলো, কোন ক্যামেরাই ছবি তোলে না, ছবি তোলে ক্যামেরার শিখনের মাথাটা। তাই ভাল ছবির বোধ তৈরি হওয়াটা খুবই প্রয়োজন। এবারে আসি যন্ত্রপাতির কথা। আগেই বলেছি যে যেহেতু পাখির খুব কাছাকাছি যাওয়া যায় না, তাই সাধারণ 'পয়েন্ট এন্ড শ্যুট' ক্যামেরা নিয়ে পাখির ভাল ছবি তোলায় চিন্তা না করাই ভাল। আরেকটা কথা হলো, ফোটোগ্রাফির নানা বিভাগের মধ্যে পাখির ছবি তোলায় ঐখানে সবচেয়ে খরচ সাপেক্ষ। মোটামুটি যে সব যন্ত্রপাতি না হলেই নয় তাদের কথাই আসি।

১) একটা মোটামুটি ভাল এস.এল.আর ক্যামেরা। বর্তমান যুগে ডিজিটাল হলেই ভাল, যদিও দাম একটু বেশি পড়ে। ২) অন্তত ৪০০ থেকে ৮০০ মিলিমিটার ফোকাল লেন্সওয়ালা একটা ভাল গুণমানের লেন্স। তবে জঙ্ঘলী পাখির জন্য ৬০০ বা ৮০০ মিলিমিটারই হলো আদর্শ (টিকিতে টিকিতে খেলা দেখার সময় খেয়াল করে বেবেছেন কি, বাউজার সাইনের ধারে লম্বা লম্বা লেন্স ক্যামেরাতে লাগিয়ে ফোটোগ্রাফাররা বসে থাকেন? ওগুলোর বেশির ভাগই হলো ৬০০ বা ৮০০ মিলিমিটার-এর লেন্স)। সৌখিন ফোটোগ্রাফাররা এই জায়গাটোতেই একটু মার খেয়ে যান। একটা ভাল লেন্সের দাম বেশ কয়েক হাজার টাকা। ৩) ১.৪ এন্ড বা ২ এন্ড টেলিকনভারটার। এটাকে ক্যামেরা আর লেন্সের মাঝখানে লাগানো হয়, এতে করে লেন্সের একেকটি ফোকাল লেন্স বেড়ে যায়। যেমন একটা ২ এন্ড টেলিকনভারটার, একটা ৬০০ মিলিমিটারের লেন্সকে ১২০০ মিলিমিটারে পরিবর্তিত করে নিতে পারে। ৪) একটা শক্তপোক্ত ট্রাইপড। ৫) যদিও পাখির ছবি তুলতে গেলে ফ্ল্যাশ ব্যবহার না করাই শ্রেয়, তবু যদি করতেই হয়, তবে ফ্ল্যাশের সঙ্গে একটা বোঁটারীমার লাগিয়ে নিতে হবে। এটি ব্যবহার না করলে বড় ফোকাল লেন্সের লেন্সে ফ্ল্যাশ একেকটি হবে না। ৬) ঐ সব বড় বড় লেন্স ব্যবহার করলেও পাখির যথাসম্ভব কাছাকাছি যাবার জন্যে প্রয়োজন 'হাইড-আউট'। এটি আসলে প্রকৃতির রঙের সঙ্গে রঙ মেলাতো একটা তালু ভারী জিনিস। ফোটোগ্রাফার ক্যামেরা নিয়ে এর ভেতরে ঢুকে বসে থাকেন, যাতে করে পাখি মানুষের উপস্থিতি বুঝতে না পারে।

পাখি



যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা হয়ে যাবার পরে, এবার তো ছবি তোলায় পালা। ছবি তুলতে গেলে মূল যে যে ব্যাপারগুলো মাথায় রাখা সরকার—

- পাখির যথাসম্ভব কাছাকাছি যাওয়া।
- ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করা, যাতে করে পাখিকে পছন্দসই অবস্থায় পাওয়া যায়।
- ভালো আলোর সিকে নজর রাখা। এখানে একটা কথা বলে রাখা ভালো, যে কোনো রকমের ছবিতেই আলোর একটা বড় ভূমিকা থাকে। অবশ্য এখানে গ্রেস ফোটোগ্রাফির কথা কলিহি না, ওখানে ফিল্মটাই বেশি গুরুত্ব পায়। কিন্তু যখন ফোটোগ্রাফিকে আর্ট হিসাবে ব্যবহার করা হবে তখন আলোর গুরুত্ব অপরিহার্য।

সাধারণত সকালের প্রথম ভাগে আর বিকেলের শেষ দিকে পাখির ছবি ভাল ওঠে। কারণ তখন সূর্যের আলো কোনকুনি থাকে বলে পাখির পালকের নিচে একটু ছায়ার সৃষ্টি করে, তাতে করে ডিটাইলসটা ভালো আসে।

• পাখি মজাদার কোনো কিছু করছে এমন সময়ের সিকে খেয়াল রাখা। কারণ শুধু শুধু বসে থাকা একটা পাখি দর্শকের কাছে আকর্ষণীয় নাও হতে পারে।

• সবসময় ছবি তুলতে থাকা কিন্তু সবচেয়ে ভালগুলোই প্রদর্শন করা। ৩-৪% ছবি ভাল এসেছে মানে কিন্তু খুব ভাল ফলাফল।

খাবার জন্যে কিছু রেখে দিন (বিশেষে তো রেডিমেড 'বার্ভফিডার' পাওয়া যায়, এদেশে এটা আপনাকে নিজে নিজে তৈরি করে নিতে হবে)। আর জনালটিকে ভালভাবে ঢেকে রেখে শুধু ক্যামেরার লেন্সটা বের করে বসে থাকুন। প্রথম প্রথম কোন পাখি আসবে না, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যদি নিয়ম করে রোজ রোজ খাবার দিতে থাকেন, তবে পাখি কিন্তু সকাল বিকেল চলে আসতেই পারে। আগে থেকে জেনে নিন কোন পাখির কি খাবার পছন্দ, সেই অনুযায়ী খাবার দিলে পাখি আসার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। আর খাবার পাঞ্জো এমন জায়গায় রাখুন যাতে পাখিগুলো দূর থেকেই সেটা দেখতে পায়। তারপর তো কাজটা সহজ, চুষটি করে বসে বসে একটার পর একটা ছবি তুলতে থাকুন। ট্রিকটাক মতো তুলতে পারলে আমাদের চুড়ুই, সোয়েল, বুলপুলি এইসব পাখির খুবই আকর্ষণীয় ছবি পেয়ে যেতে পারেন। প্রথমদিকে, প্রধানত ম্যাক্রো-ফোটোগ্রাফি (নানা কীট পতঙ্গ, ছোট ছোট ফুল এইসবের ছবি) করতে করতেই প্রকৃতির কাছাকাছি আসতে শুরু করি, প্রকৃতিকে ভালবাসতে শুরু করি। ধীরে ধীরে চেষ্টা করতে শুরু করলাম পাখির ছবি তুলতে। আমি পাখির ছবি তুলতে গিয়ে মূলত ব্যবহার করি ক্যানন-এর ৮ মেগাপিক্সলের একটি ডিজিটাল এস.এল.আর ক্যামেরা। আর ক্যানন-এর ই ১০০-৪০০ মিলিমিটার এর একটা জুম লেন্স। ৬০০ বা ৮০০ মিলিমিটারের একটা ভাল লেন্স আমার নেই বলে অনেক ভাল ভাল ছবি তুলতে পারছি না ঠিকই। কিন্তু যা আমার কাছে আপাতত আছে তা দিয়েই চেষ্টা চালিয়ে যাই। এমন অনেককেই জানি যারা ৩০০ মিলিমিটারের লেন্স দিয়েও অনেক ভাল ভাল ছবি তুলেছেন, শুধুমাত্র তাঁদের ধৈর্য আর অধ্যবসায়কে পূজি করে। পাখিদের ছবি তুলে আর সেগুলো দেখিয়ে, কল্যাণী বীচিয়ে রাখা আন্দোলনের শরিক হতে পারি আমাদের যে-কোনো কেউ। আমরা প্রত্যেকে যদি এখনো যত্নবান হই তবে সেই সব পাখিদের হারিয়ে যেতে হবে না। শুধু মাত্র ছবি হয়ে বেঁচে থাকতে হবে না (এইটুকু মাত্র লেখার পরেই, আমার মামাত ভাই নুট এসে ঠিকঠকে শুরু করলো, আমাদের বাড়ির জামগাছে নাকি একটা 'বড় কলম বাউরি' এসেছে, ছুটে গেলাম ক্যামেরা নিয়ে। আর তুলে নিতে পারলাম বেশ কয়েকটা ছবি। সন্দের বড় বসন্ত বাউরির ছবিটা এইমাত্র তোলা একটা ছবি থেকেই দিলাম। এটাই ভাগ্য। আগেও বলেছি, যে-কোনো ন্যাচার ফোটোগ্রাফির রমতেই পাখির ছবি তুলতে ভাগ্য সহায় না হলে হয় না। তবে লেগে থাকতে হবে, ভাগ্য রোজ রোজ বিকশ হয় না। আমাদের রাজ্যের যে সব অভয়ারণ্য আছে তাদের রক্ষণকর্তাদের যদি বোঝাতে পারেন যে ট্রাইপড থাকলেই সেটা ভিডিও ক্যামেরা হয় না (এই বোঝানোর কাজটা যে কত কঠিন সেটা ভুক্তকালীরাই জানেন), তবে কিন্তু ঐ জায়গাগুলোতে পাখির ছবির তোলায় খুবই সুযোগ পাকেন। এখনো ঐ জায়গাগুলোতে নানা প্রজাতির পাখি দেখা যায়।

(ছবি : প্রতিবেদক)